৩৭২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 1 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাঃ বিঃ শিক্ষক সমিতি

নীল দলের বিপর্যয়ের ৩ কারণ

কৈলাস সরকার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে সরকার সমর্থক নীল দলের বিপর্যয়ের কারণ নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, আঞ্চলিকতা নিয়ে দলাদলি এবং বিএনপি ও জামাতের মজবুত ঐক্য। নিরপেক্ষতার দাবিদার গোলাপী দলের ঈর্ষাপরায়ণতা, নীল দলীয় বিভিন্ন শিক্ষকের প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপরে ক্ষোভও এ বিপর্যয়ে ভূমিকা রেখেছে।

নির্বাচনের পর গতকাল তিন দলের শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ও নেতা গোছের শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে এ তথ্য জানা গেছে।

গত ৫ বছরের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি পদে ৪ বার বিজয়ী হয়েছেন নীল দলের প্রার্থী আর একবার মাত্র বিজয়ী হয়েছেন সাদা দলের প্রার্থী। একইভাবে সাধারণ সম্পাদক পদে নীল দলের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন পাঁচবারই। কিন্তু এবারের নির্বাচনে বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে।

শুধু তাই নয় গত নির্বাচনগুলোতে সিনেট সিণ্ডিকেটে নীল দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সিণ্ডিকেটের ৬টি পদের মধ্যে নীল ও সাদা দলের মধ্যে সমান সমান ভাগ হয়েছে।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে, নীল দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের মূল কারণ হচ্ছে ঃ ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিকতা, প্রশাসনের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রশ্নে বঞ্চিত হওয়া, সরকারি রুটি-হালুয়ায় ভাগাভাগির সমস্যা ইত্যাদি।

তবে নীল দলের অভিযোগ গোলাপী দল জিততে পারবে না জেনেও নির্বাচন করেছে। এর কারণ নীল দলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতা। নীল দলের অভিযোগ ঃ গোলাপী দলের শিক্ষকরা শুধু সুবিধার রাজনীতি করে। নীল দলের কাছ থেকে কোন সুবিধা না পেয়ে নিজেরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, আর গোপনে গোপনে ভোট দিয়েছে সাদা দলকে। অবশ্য গোলাপী দল নীল দলের এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

সাদা দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ শুধুমাত্র সাদা দলেই জামাতপন্থী রয়েছেন এ কথা **নীল দল ঃ** পৃঃ ১১ কঃ ৬।

নীল দল ঃ তিন কারণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সত্য নয়, সব দলেই জামাতপন্থী শিক্ষক রয়েছেন। নীল দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল তাদের পরাজিত করেছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সচেতন। তারা সার্বিক বিবেচনা করে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বলেই সাদা দল জয়ী হয়েছে। সচেতন শিক্ষক সমাজ কখনোই কারো একচ্ছত্র আধিপত্য কামনা করে না।

নীল দলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল রয়েছে। এ সত্যকে জেনেই প্রার্থী যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তারা অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোপূর্বে দু'বার নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত এবং অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষকদেরকে মনোনয়ন দেয়া হয়। তারপরও নির্বাচনে পরাজয় নীল দলকে মুষড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে। নীল দলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিলেন ইতোপূর্বে দু'বার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ, আ, ম, স আরেফিন সিদ্দিক। তার সাথে আলাপকালে তিনি জানান ঃ নির্বাচনে শিক্ষকরা যে রায় দিয়েছেন তাই সত্য। তবে নিজেদের মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে। আঞ্চলিকতার রাজনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতিতে এখন বড় ভূমিকা রাখছে। তিনি জানান, গোলাপী দল অনেকটা ঈর্ষাপরায়ণতা দেখিয়েছে। তা না হলে নীল দল অনেক ভাল করত। তিনি আরো বলেন, সাদা দলের মধ্যে বিএনপি ও জামাতপন্থীদের ঐক্য বেড়েছে। এছাড়াও কিছু সমস্যা নীল দলকে বর্তমান অবস্থানে এনেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

সাদা দল থেকে পরপর দু'বার বিজয়ী সভাপতি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার 'সংবাদ'কে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সচেতন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেই তারা রায় দিয়েছেন।

সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডঃ ওয়াকিল আহমদ 'সংবাদ'কে জানান, এ বিজয় সাদা দলের গুণগত বিজয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও পরিস্থিতির আলোকে শিক্ষকরা রায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, সবাই রাজনৈতিকভাবে ভোট দেননি, ব্যক্তি যাচাই করেও অনেকে ভোট দিয়েছেন।

সাদা দলের মধ্যে জামাতপন্থীদের প্রভাব বেড়েছে এবং এ কারণে দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক শফি চৌধুরী দল থেকে পদত্যাগ করেছেন-এ অভিযোগকে তিনি অস্বীকার করছেন। তিনি বলেন, সব দলেই জামাতপন্থীদের আনাগোনা রয়েছে। ঢালাওভাবে সাদা দলকে দোষারোপ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নীল দলের এ অবস্থার কারণ অভ্যন্তরীণ কোন্দল। সাদা দলের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গোলাপী দল থেকে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ নেহাল করিম। নির্বাচন-পরবর্তী আলাপকালে তিনি 'সংবাদ'কে জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও হালুয়া-রুটির পেছনে ছোটেন। আমরা ক্ষমতায় নেই, কাউকে সরকারি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পদ দিতে পারব না বলে আমাদেরকে কেউ ভোট দিতে চায় না। তবে দলের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য আমরা যে ক'জন আছি তারা নির্বাচন করে যাব।

গোলাপী দলের বিরুদ্ধে ঈর্ষাপরায়ণতার অভিযোগকে তিনি স্বীকার করে বলেন, এখন 'গিভ এ্যান্ড টেক'-এর যুগ চলছে। গত ৩ বছর নীলকে সমর্থন দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সমর্থন নেয়ার পরও তারা গোলাপী দলকে কোন পাত্তা দেয়নি। এ জন্য তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে আমরা নিজেরাই নির্বাচন করেছি। আগামীতেও নির্বাচন করে আমাদের অস্তিত্ব ধরে রাখব।

এ সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আদর্শচ্যুতির অভিযোগ তুলে বলেন, এখন শিক্ষকরা হালুয়া-রুটির আশায় ছোটাছুটি করেন।